Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

রাভা

জনগোষ্ঠীর তাঁতশিল্প

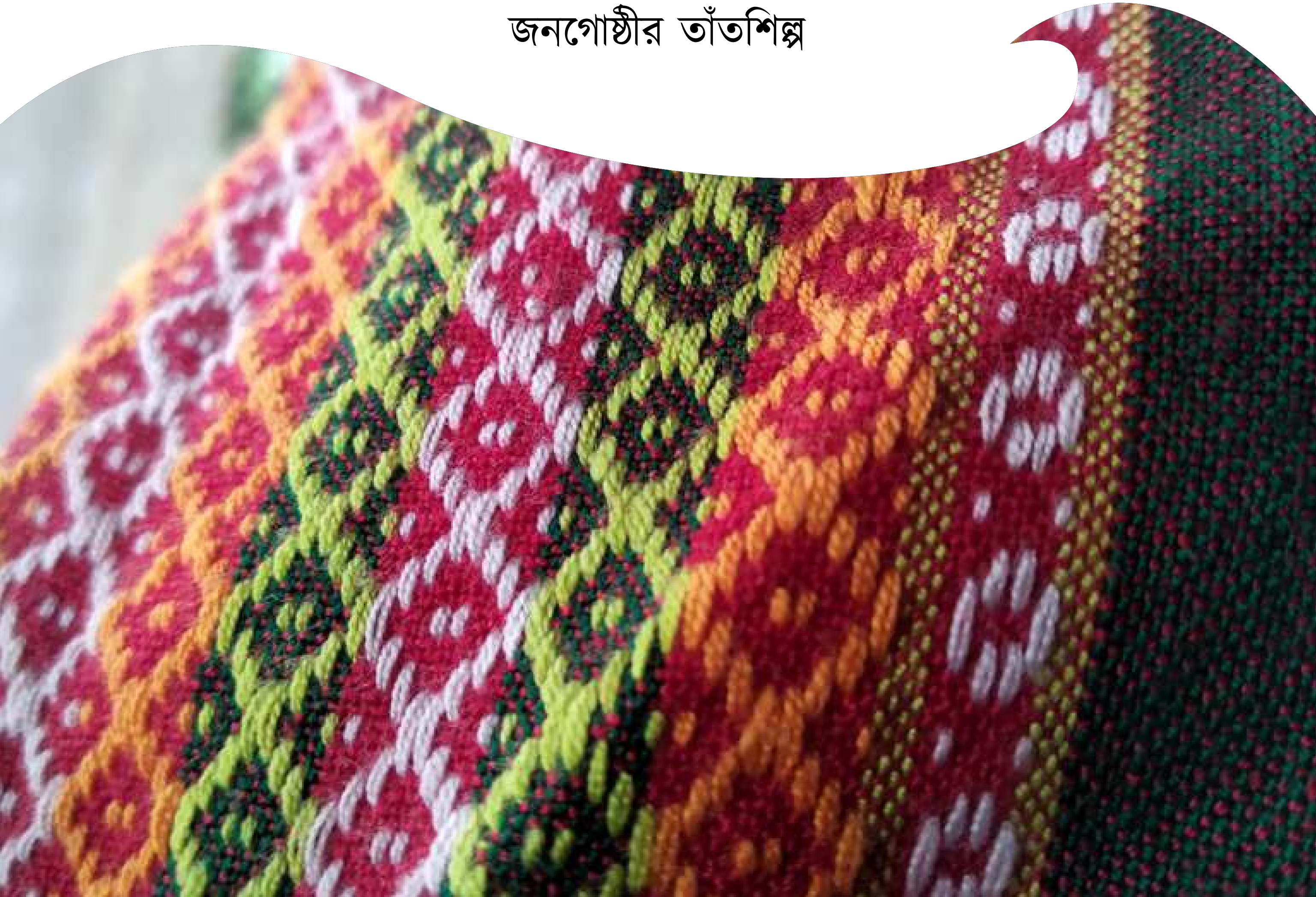

> জীবন একটি তাঁত, বুননের বিভ্রম।
>
> ভ্যাচেল লিন্ডসে
> (আমেরিকান কবি)

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

1 NO POVERTY

5 GENDER EQUALITY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

রাভা

রাভা একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যারা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করেন। এদের পেশা ও জীবনযাত্রা কৃষি, মাছ ধরা, বনদপ্তরের বিভিন্ন কাজ এবং দিনমজুরির ওপর নির্ভরশীল। এরা ধান, পাট, শাকসবজি এবং ভুট্টা চাষ করেন। রাভা জনগোষ্ঠীর নাচ ও গান বেশ আকর্ষণীয়।

তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য রাভা জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাহিত হয়ে আসছে। এরা তাঁত বোনেন মূলত নিজেদের প্রয়োজনে এবং উৎপন্ন দ্রব্য সংলগ্ন গ্রামগুলি এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন। এই কাজে ব্যবহৃত সুতো তারা কেনেন আলিপুরদুয়ার, আসাম এবং কোচবিহার থেকে। অতীতে রাভা জনগোষ্ঠীর লোকেরা পিঠে বাঁধা বা ব্যাকস্ট্রাপ লুম ব্যবহার করতেন কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে বর্তমানে তারা মাটিতে গাঁথা পিট লুম ব্যবহার করেন। সুতোগুলো রঙিন হয় এবং তারা বোনেন বিভিন্ন রকম অলংকরণ ও নকশার প্রয়োগ করে। রাভা মহিলারা যে পোশাক পরেন তার দুটি ভাগ আছে, নীচের অংশটিকে বলা হয় ‘কেমলেট’ যা শরীরের নীচের অংশকে একটি শাড়ির মতো পেঁচিয়ে রাখে এবং ওপরের অংশটিকে জড়িয়ে রাখে চাদরের মতো একটি কাপড় যাকে বলা হয় ‘কামবাঙ’। কেমলেট’-এর আয়তন যা তারা বোনেন ৫.৫ ফুট x ৩.৫ ফুট এবং ‘কামবাঙ’-এর আয়তন ৪ ফুট x ১ ফুট।

পদ্ধতি

রাভা জনগোষ্ঠী প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাজারে সহজলভ্য অ্যাক্রেলিক এবং সুতির সুতো (কটন) ব্যবহার করে। অ্যাক্রেলিক সুতো ৪০ এবং ৬০ দুরকম কাউন্টেই পাওয়া যায়, সেখানে কটন সুতো শুধুমাত্র ৪০/২ কাউন্টেই পাওয়া যায়। এর ফলে বুননটি ঘন হয়, ঘন হওয়ার ফলে কাপড় মোটা ও টেকসই হয়। যদিও তারা ৬০ এবং ৬০/২ কাউন্টার সুতোও বুনতে পারেন যার ফলে কাপড় হালকা হয়, হালকা কাপড়ের ওপর সুন্দর কাজ করা পোশাক তারা পরেন।

প্রকৃতপক্ষে এই জনগোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্য স্থানীয় এলাকার লোকেরাই নিজেদের ব্যবহারের জন্য কেনেন। সম্প্রতি তাদের বাজার যাতে আরও বৃহত্তর হয় যার ফলে তাঁতশিল্পের এই এলাকাটি আরও উন্নততর হয়ে ওঠে এবং বেশি করে বিপণনযোগ্য হয় সেই কাজ শুরু হয়েছে। সুতোর রং যাতে পাকাপাকিভাবে স্থায়ী হয়, উঠে না যায় সেই কারণে তাঁতশিল্পীরা প্রথমে সুতোকে ডাই ফিক্সার দিয়ে ধুয়ে নেন এবং তারপরে সূর্যের আলোয় প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে শুকিয়ে নেন। এরা খুব দ্রুততা ও দক্ষতার সঙ্গে ৪০, ৪০/২, ৬০ এবং ৬০/২ কাউন্টের সুতো দিয়ে হালকা কাপড় বোনার জন্য তাঁতে লাগানো সুতোর ওপরে ভাতের মাড়ের হালকা প্রলেপ দিয়ে নেন। এর ফলে অন্যান্য ধরনের তাঁত বোনার চেয়ে এখানে সুতো শক্ত চেহারা পায় এবং তাঁতে সুতো লাগানো ও বোনার সময় পরিশ্রম কম হয়।

অন্যান্য হাতে বোনা তাঁতের পদ্ধতির মতোই এখানেও সুতোগুলিকে বিভিন্ন ববিনে ও টানার মাধ্যমে ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। এই সবই তাঁত বোনার শুরুর প্রক্রিয়া। রাভা জনগোষ্ঠী যে ধরনের তাঁত ব্যবহার করে সেগুলিতে সবচেয়ে বেশি ৫৬ ইঞ্চি চওড়া এবং ৪০ মিটার লম্বা কাপড় বোনা যায়। তারা স্থানীয় এলাকায় বিক্রির জন্য পোশাক তৈরির কাপড় ছাড়াও বৃহত্তর বাজারে বিক্রির জন্য শাড়ি, স্টোল এবং দোপাট্টাও তৈরি করে থাকেন।

এই তাঁত বয়নের পদ্ধতিতে একটি দিক হল অতিরিক্ত যেসব অলংকরণ তারা বোনেন তার জন্য সরু সুচ ব্যবহার করা হয়। তারা এই সুচ জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করেন এবং সেটাকে ছোটো মাকুতে লাগিয়ে ব্যবহার করেন অন্যান্য বেশিরভাগ তাঁতশিল্প ক্ষেত্রের মতোই। অলংকরণগুলি জ্যামিতিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁতে বোনা কাপড়টির কোন জায়গায় অলংকরণটি প্রযুক্ত হবে সেটা হিসেবে করে নিয়ে এই কাজটি করা হয়। ঐতিহ্যবাহী অলংকরণগুলির ক্ষেত্রে সাধারণত বেশি সংখ্যক সুতোর ব্যবহার করা হয় কিন্তু সমসাময়িক নকশার ক্ষেত্রে এমনকি একটিমাত্র সুতো দিয়েও অলংকরণ করা হয়।

রাভারা কাজের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী এবং এদের মধ্যে তাঁতশিল্পীদের একটি অংশকে দেখা যায় যারা নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে উন্নত মানের অভাবনীয় দক্ষতা অর্জন করেছেন। একটি দুই ফ্রেমের পায়ে চালানো তাঁতযন্ত্রেই অতিরিক্ত সুচ দিয়ে তারা বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্য আনেন ও নকশার প্রয়োগ করেন। তাদের ঐতিহ্যবাহী নকশায় প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন রকম সুতোকে আকর্ষণীয় ভাবে ব্যবহার করার দক্ষতা রয়েছে, পাশাপাশি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দ্রুত নতুন ডিজাইন প্রয়োগের দিকটিও তারা বুঝে নিয়ে কার্যকরী করতে পারেন।

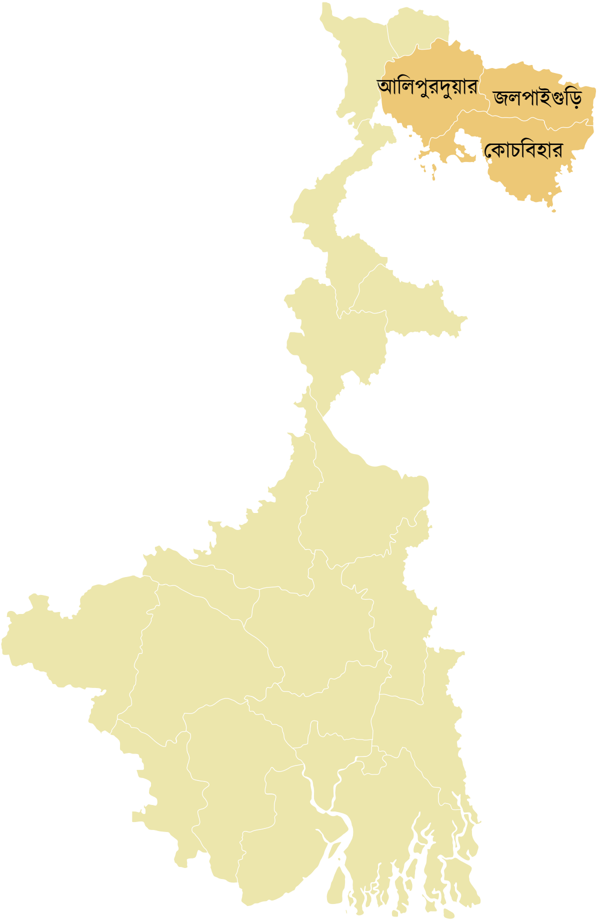

হস্তশিল্পের কেন্দ্রগুলি

আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর মেন্দাবাড়ি তাঁতশিল্পের একটি জমজমাট কেন্দ্র যেখানে মোটামুটি ২০টি পরিবার তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। কোচবিহার জেলার বক্সিরহাট, আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের রাভা বস্তি, নিমতি বন বস্তি, মাদারিহাট ব্লকের ধুমচি, কুমারগ্রাম ব্লকের গারো বস্তি, খয়েরবাড়ি, জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি ব্লকের খুকলুঙ বস্তি এসব গ্রামগুলিতে রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষ রয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার গ্রামগুলি ডুয়ার্স এলাকার অন্তর্গত, যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয় এবং কিছুটা পিছিয়ে আছে। গ্রামগুলি জঙ্গল এলাকার মধ্যে অবস্থিত এবং শান্ত পরিবেশ। বর্ষাকাল বাদে অন্য সময় বেড়াতে যাওয়ার জন্য একেবারে আদর্শ। যে কেউ আলিপুরদুয়ার রেলস্টেশনে নেমে সেখান থেকে এই গ্রামগুলিতে যেতে পারবেন।

শিল্পীরা

তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য রাভা জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাহিত হয়ে আসছে। মূলত মেয়েরাই এই তাঁত বোনার কাজে যুক্ত। আগে নিজেদের প্রয়োজনেই তারা কোমরে বাঁধা তাঁতযন্ত্রে কাপড় বুনে নিত। কোমরে বাঁধা তাঁতকে রাভা ভাষায় বলা হয় 'কামতং'। বর্তমানে তারা সাধারণ চলনসই তাঁতযন্ত্রে বোনে। এই শিল্পে বর্তমানে সবচেয়ে সক্রিয় যে কেন্দ্রটি রয়েছে সেটি আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর মেন্দাবাড়ি গ্রাম। সেখানে ২০ জনের মতো শিল্পী রয়েছে। এদের সূক্ষ্ম হাতের কাজ ও রং নির্বাচন চোখে পড়ার মতো। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলা ও কোচবিহার জেলাতেও কিছু শিল্পী রয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে তাঁতযন্ত্র বিকল থাকার কারণে তারা এই কাজ আর করছে না। উত্তর মেন্দাবাড়ির শিল্পীরা তাদের বোনা কাপড় বা পোশাক আসাম ও ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন রাভা বস্তিতে ফেরি করে বিক্রি করে। বড়োদিনের সময় থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কিছু কিছু আঞ্চলিক অর্ডারও তারা পান। শিল্পীদের মধ্যে কেউ কেউ রাজ্য সরকারের হ্যান্ডলুম দপ্তর থেকে 'উইভার্স কার্ড' এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইলস থেকে 'পেহেচান কার্ড' পেয়েছে। উত্তর মেন্দাবাড়ির উর্মিলা রাভা একজন উল্লেখযোগ্য তাঁতশিল্পী।

উর্মিলা রাভা | 7384639102

রনিকা রাভা | 9832872258

মেনন্তি রাভা | 9064299277

উৎপাদিত দ্রব্য

রাভা জনগোষ্ঠীর মেয়েরা নিজেদের পরার পোশাক তাঁতযন্ত্রে নিজেরাই বুনে নেয়। সব সুতোই রঙিন (dyed) হয়। নিজেদের প্যাটার্ন ও মোটিফ দিয়ে কাপড় তৈরি করে। শরীরের নীচের অংশে পরার জন্য এরা যে পোশাক তৈরি করে তাকে বলে ‘কেমলেট’। এই ‘কেমলেট’ শাড়ির মতো করে পরা হয়। এছাড়াও এরা স্টোল বা উড়নির মতো একরকম কাপড় বোনে যাকে বলে ‘কামবাঙ’। এই ‘কামবাঙ’ শরীরের উপরের অংশে পরা হয়। এই দুটি এদের মূল উৎপাদিত দ্রব্য। এছাড়াও কিছু পরিমাণে গামছা বোনা হয়। বর্তমানে তারা শাড়ি, চাদর, স্টোল, দোপাট্টা ইত্যাদিও বুনছেন।

ঐতিহ্যবাহী রাভা পোশাক

ঐতিহ্যবাহী রাভা পোশাক

কুশন কভার

দোপাট্টা

স্টোল

শাড়ি

শাড়ি

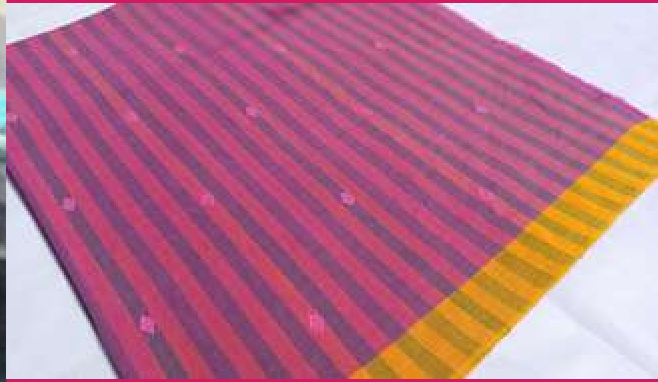

www.rcchbengal.com | www.naturallybengal.com

RuralCraftandCulturalHubs | NaturallyBengal

rcch_bengal

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

unesco

Department of MSME&T
Government of West Bengal